# আসমার ঈদের জামা

আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

**আসমার ঈদের জামা**
আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

© কথামালা

**প্রকাশক**
কথামালা
বাড়ি-১৪, রোড-২৮, সেক্টর-৭
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
ফোন : ০১৬৭৮-৬৬৪৪০১, ০১৭৯৯-১৮৫৫৪১

**প্রথম প্রকাশ**
একুশে বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৭

**প্রচ্ছদ**
উত্তম সেন

**মুদ্রণ**
মেভিস প্রিন্টার্স

ঘরে বসেই কথামালা প্রকাশনীর বই পেতে
ভিজিট করুন : www.Rokomari.com

**মূল্য :** ৫০ টাকা

---

**Asmar Eider Jama**
**Abul Hasan M. Sadeq**

**First Edition:** Ekushe Book Fair, February 2017
**Published by:** Kothamala
House-14, Road-28, Sector-7, Uttara, Dhaka-1230
Phone: 01678-664401
Email : kothamalaprokashani@gmail.com
Website: www.aub.edu.bd/home/kothamala
www. aub.edu.bd/home/kothamala-publications

**Price :** Tk. 50.00

**ISBN :** 978-984-92518-9-7

# আসমার ঈদের জামা

ঈদ এসে গেছে। আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। চারদিকে সাজ সাজ রব। চলছে নানা আয়োজন। কেনাকাটা, পিঠা বানানো, আরো কত কী!

এবারের ঈদে মার্কেটের সবচেয়ে সুন্দর জামাটি আসমার চাই। চাই-ই চাই। তার জামা অন্য কারো সাথে যেনো না মিলে যায়। এ নিয়ে কয়েকদিন যাবত মা'র সাথে বড়ো বড়ো শপিং সেন্টারগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আসমা।

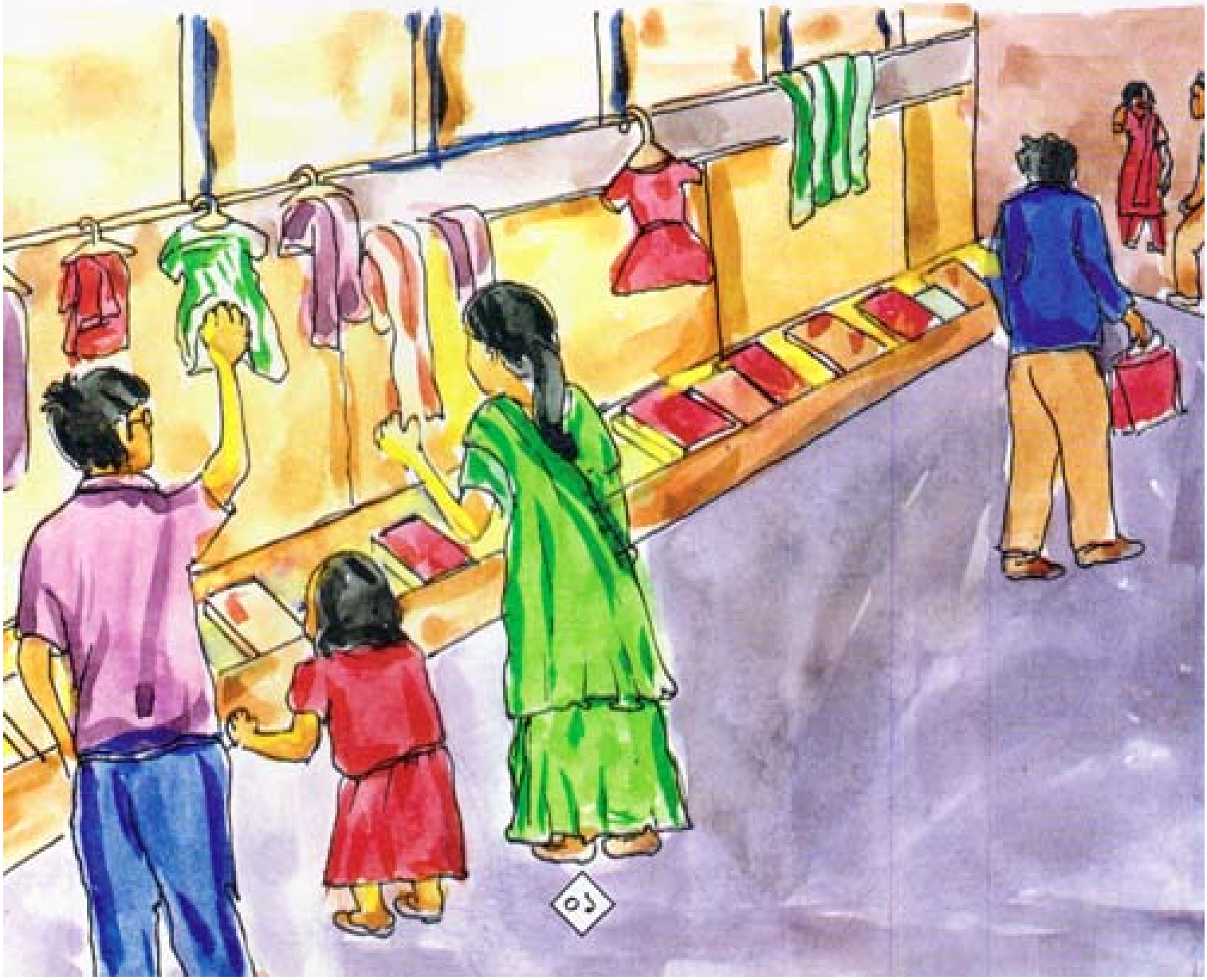

কিন্তু পছন্দমতো জামাটি খুঁজে পাচ্ছে না সে। পছন্দের জামাটির দাম বেশি হলেও কিছু আসে যায় না। পছন্দই হলো বড় কথা। এভাবে বেশ কয়েকদিন ঘুরে বেড়ানোর পর আসমা তার পছন্দের জামাটি খুঁজে পেলো। কিন্তু দাম বেশি। আগুনের মতো।

তারপরও মেয়েকে খুশি করার জন্য জামাটি কিনলেন তার মা। পছন্দের জামা কিনতে পেরে আসমা মহাখুশি। বাড়ি এসে সবাইকে জামাটি দেখালো সে। মা বললেন, ঈদের জামা আগে দেখালে পুরানো হয়ে যায়। ঈদের দিন নতুন জামা পরে সবাইকে সারপ্রাইজ দিতে হয়। কিন্তু আসমা তার আনন্দ ধরে রাখতে পারেনি। সবাইকে দেখালো তার ঈদের জামা। শুধু তা-ই নয়। সে নিজেও কয়েক ঘণ্টা ধরে জামা নিয়ে বসে রইলো। দেখে যেনো তৃপ্তি মিটেনা। অনেক রাতে জামাটি আলমারিতে খুব যত্ন করে তুলে রেখে ঘুমাতে গেলো।

সারারাত এপাশ ওপাশ করে সকাল বেলা বিছানা থেকে উঠেই আবার জামা দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লো আসমা। মনে ভয়ও হলো। ভাবলো, এমন করলে মা বকা দিতে পারেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর থাকতে পারলো না। মনে মনে ঠিক করলো, মাকে না জানিয়েই জামাটা একটু দেখে আবার রেখে দেবে। মুখ না ধুয়েই আলমারি খুললো আসমা। কিন্তু এ কি? জামাটা নেই। চিৎকার করে মাকে ডাকলো সে। বললো,

কোথায় নিয়েছো জামাটা?

মা দৌড়ে এলেন। বললেন, কী হয়েছে? তিনিও খুঁজে দেখলেন, জামা নেই। বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেলো। কিন্তু কোথাও তা পাওয়া গেলো না। কেউ কেউ বুয়ার দিকে ইঙ্গিত করলো। হয়তো সে তার মেয়ের জন্য জামাটা নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে।

কেউ কেউ তাকে গালমন্দও করলো। এ অপবাদে বুয়ার কী যে কান্না! রান্না ঘরে গিয়ে বসে কাঁদছে সে।

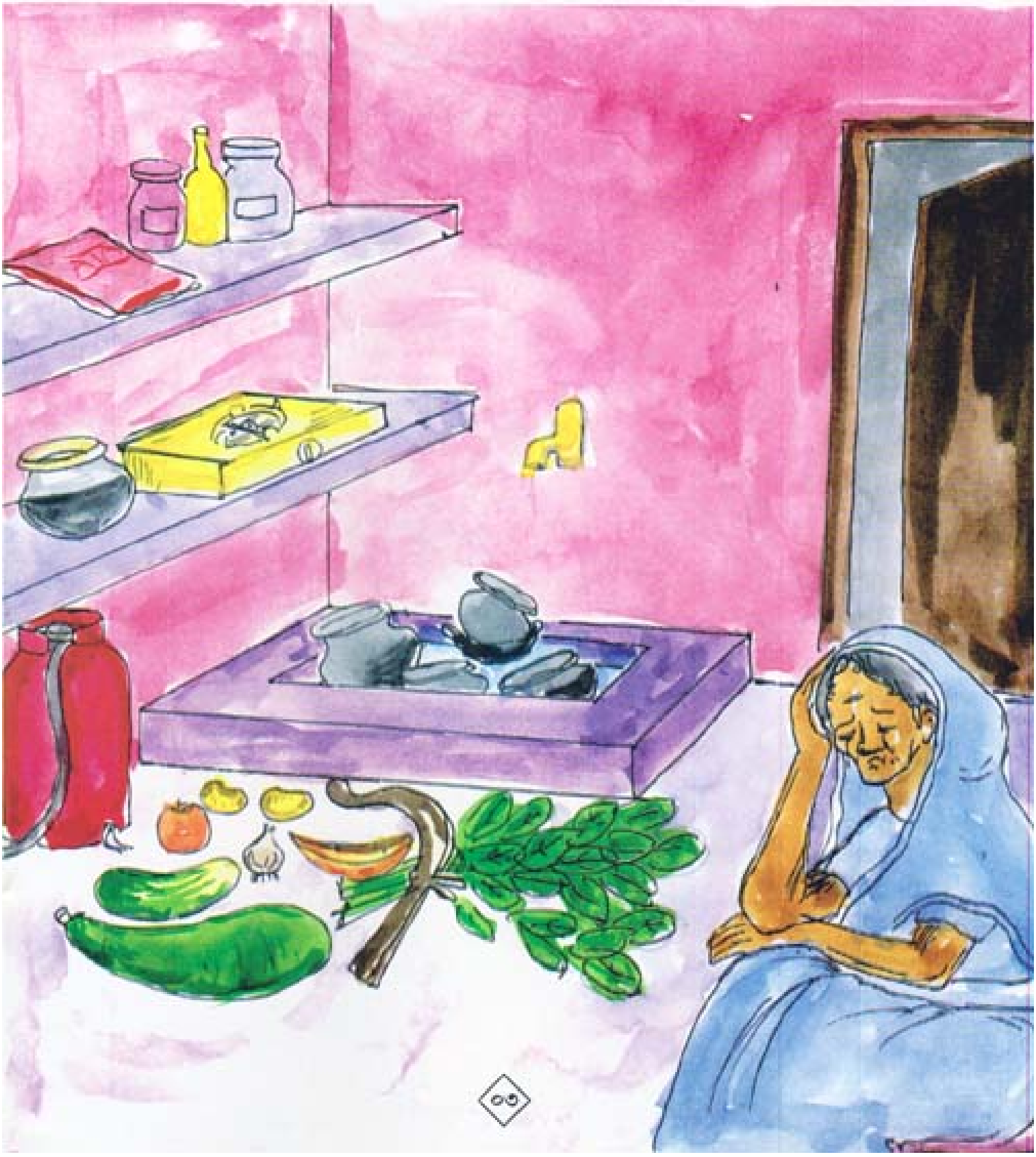

সে যাই হোক। আসমার কান্না থামছে না। মা বাবা তাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, তোমাকে এর চেয়েও সুন্দর জামা কিনে দেবো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। সে কাঁদছে আর বলছে, এমন জামা আর পাওয়া যাবে না। তা হলে চলো, এক্ষুণি চলো আবার মার্কেটে। এক্ষুণি কিনে দিতে হবে।

মা-বাবা দু'জনই তাকে নিয়ে আবার মার্কেটে গেলেন। প্রথম জামাটা কিনতে গিয়ে বড় বড় সব শপিং সেন্টারই মোটামুটি ঘুরে দেখেছিলেন তারা। কাজেই এবার বেশি ঘুরতে হয়নি। একটা জামা পাওয়া গেলো, যদিও তা আগের মতো নয়। তবু এটাই কেনা হলো।

বাড়ি এসে আসমা জামাটাকে আবারও খুব যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখলো। এবার মা চাবিটাকে শাড়ির আঁচলে বেঁধে তবেই ঘুমাতে গেলেন। আর কোন ভয় নেই। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আসমার মনটা কেমন করে উঠলো। জামাটা দেখার জন্য অস্থির হলো আসমা। এটাও চুরি হয়নি তো! মা বললেন, দেখো মা, এতো ব্যস্ত হয়ো না, এতো চিন্তা করতে নেই। তোমার সামনেই তো জামাটা আলমারিতে রেখে তালা লাগিয়ে দিয়েছি। চাবিটা সারারাত আমার আঁচলেই বাঁধা ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু আসমার মন স্থির হলো না। জামাটা তাকে এক্ষুণি দেখতে হবে। তার এ অবস্থা দেখে মা বললেন, তা হলে এসো। তোমাকে জামাটা দেখিয়ে দিই। তোমাকে শান্ত করি।

মা চাবি দিয়ে আলমারি খুললেন। কিন্তু এ কি? জামাটা নেই!

খালি প্যাকেটটা পড়ে আছে নিচে, ভেতরে জামা নেই। একি আজগুবে কাণ্ড! এ বাড়িতে এমন কখনো হয়নি আগে। সারা বাড়িতে আবার হৈ চৈ পড়ে গেলো। আসমা কাঁদছে। বাবা-মা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

কেউ কেউ বললো, আসমার মা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন কেউ তার আঁচল থেকে চুপি চুপি চাবি খুলে নিয়ে জামাটা চুরি করেছে। কিন্তু ঘরের বুয়া ছাড়া আর কেউ তো এ ঘরে ঢুকে না।

বুয়াকে সবাই আবার সন্দেহ করায় সেও এবার দু'কথা শুনিয়ে দিলো। বললো, ভালা না লাগলে আমাকে চাকরি থেকে বাদ দেন। চুরির অপবাদ দেন কেন?

সবাই চিন্তা করলো, এখানে এ বুয়ার অনেক দিন হয়ে গেছে। কাজেই তার সাহস বেড়েছে, লোভও বেড়েছে। তাকে আর রাখা যাবে না। বাদ দিতে হবে। ঈদটা যাক। এক্ষুণি তো আর আরেকজন কাজের লোক পাওয়া যাবে না। তবে এখন থেকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে বুয়াকে।

ঐ দিকে আসমার মুখের দিকে কেউ তাকাতে পারছে না। বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার আসমার চোখে। মা বাবা তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কার কথা কে শুনে। তার কান্না থামে না।

বাবা বললেন, আবার চলো মা, এক্ষুণি চলো। তোমাকে আরো সুন্দর জামা কিনে দেবো। এবার দুটো জামা কিনে দেবো। এরপর আসমাকে

নিয়ে ওরা আবার গেলেন মার্কেটে। আবার কেনা হলো জামা। এবার একটা নয়, দুটো। জামা দুটোকে এবার স্টিলের আলমারিতে রাখা হলো। অতঃপর তালা বন্ধ করে চাবিটা গোপনে রাখা হলো কাঠের আলমারির ভেতর। এরপর কাঠের আলমারিতে লাগানো হলো তালা। এভাবে গেলো একদিন। সবাই নিশ্চিত যে, এবার কিছু হবার নয়। কিন্তু আসমার মনে

শান্তি নেই। আবার জামা দেখতে চাইলে মা বিরক্ত হয়ে বকা দিতে পারে। এজন্য সে ফন্দি এঁটে বললো,

মা, মনে হয়েছিল জামার বোতামটা ঠিক মতো লাগানো হয়নি। চলো না, একটু দেখে নিই। নয়তো ঈদের দিন জামাটা পরতে গিয়ে বিপাকে পড়বো। এটা তো যৌক্তিক কথাই। কাজেই কাঠের আলমারি থেকে চাবি বের করে স্টিলের আলমারির দরজা খোলা হলো। কিন্তু সে কি? জামা নেই। দুটো জামার প্যাকেটই খালি পড়ে আছে।

কাণ্ড দেখে সবাই অবাক। এ কী করে সম্ভব? তালা ভাঙ্গা নয়, চাবিও সহজে পাওয়ার নয়। কীভাবে জামা চুরি হলো? কে তা নিতে পারলো? বাড়ির লোকজনের হাবভাব দেখে বুয়া খুব ভীত হলো। সে এক ফাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। কারণ, তার উপর আবারও আসতে পারে ঝড়। কিন্তু আসমার বাবা বুয়াকে দেখে ফেলেন। তিনি ফিরিয়ে আনলেন বুয়াকে।

তবে ভাবলেন, এ কঠিন কাজ বুয়ার নয়। কোনো অতি চালাক চোর ছাড়া তা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ কেমন চোর? এতো দামি দামি জিনিসপত্র রেখে শুধু আসমার জামা নিয়ে যাচ্ছে! তারা এর রহস্য খুঁজে পাচ্ছেন না।

বিষয়টা নিয়ে আসমার বাবা মা ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। অনেক ভেবে চিন্তে তারা ঠিক করলেন, তারা বিষয়টা পরীক্ষা করে দেখবেন। তারা আবারও জামা কিনে আনলেন এবং তা একইভাবে স্টিলের আলমারির ভেতরে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। ঠিক করলেন, সারারাত ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে দেখবেন কোন্ চৌকস চোর এ কাজ করে। কারণ, চুরিটা রাতেই হয়ে থাকে। তাঁদের এ গোপন পরামর্শের কথা আসমা টের পেয়ে গেলো। সেও ঘুমের ভান করে চোর দেখার সিদ্ধান্ত নিলো।

তা-ই হলো। স্টিলের আলমারিতে জামা রেখে তালা দিয়ে তিনজনই চুপচাপ শুয়ে রইলো।

মাঝ রাত। চারদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। এমন সময় হঠাৎ খট্ করে স্টিলের আলমারির দরজা খোলার আওয়াজ হলো। সবাই সতর্ক হয়ে তাকালো। তারা দেখলো, এক মহাবিস্ময়! আলমারির দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে ছায়ার মতো কেউ একজন আলমারির ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে।

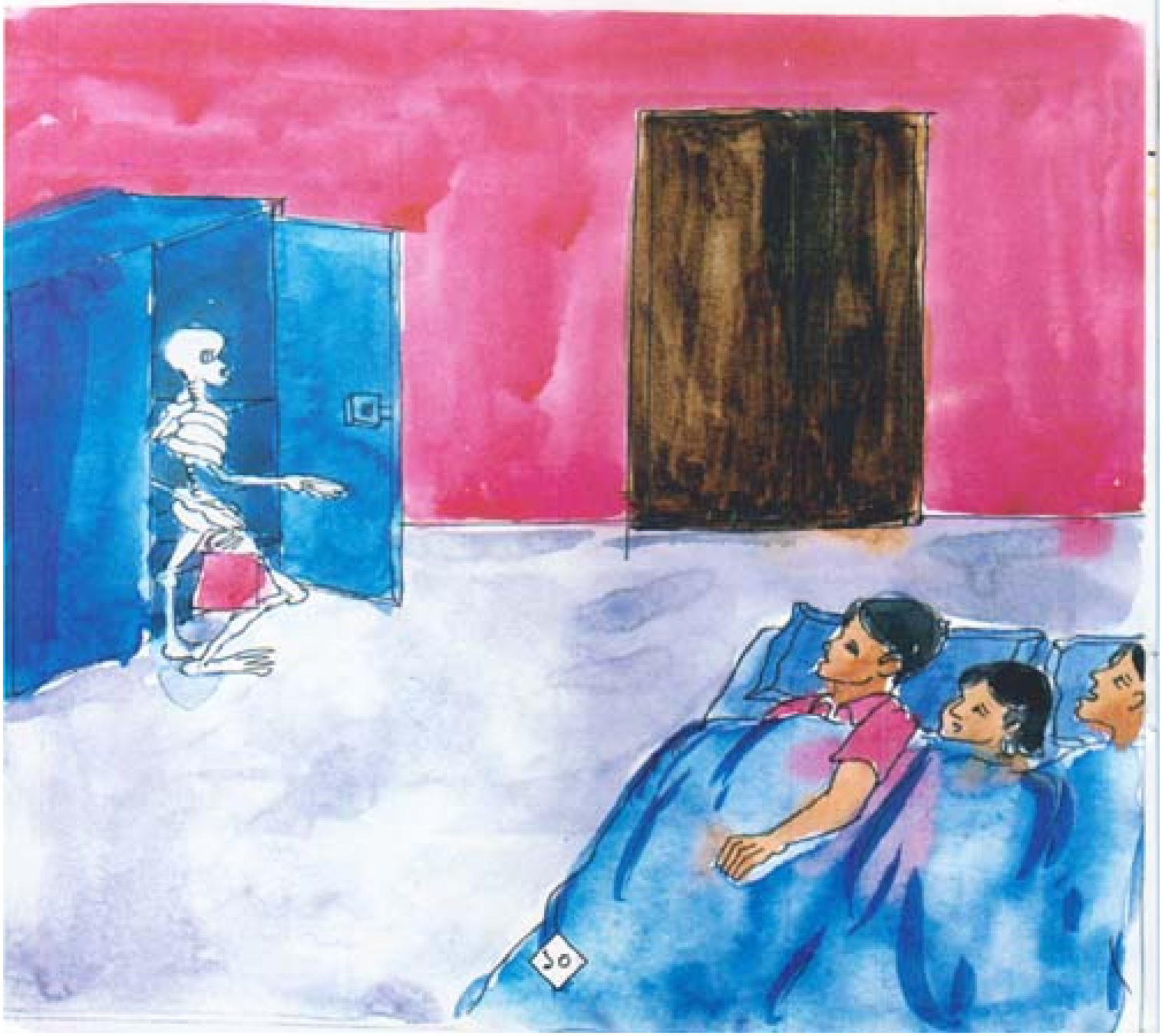

তার হাতে আসমার জামা। ছায়াটি জামা হাতে নিয়ে বের হবার পর আলমারির দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেলো খট্ করে। এবার ঘরের বন্ধ দরজাটাও খট্ শব্দ করে সামান্য ফাঁক হলো। সেই ফাঁক দিয়ে জামা হাতে ছায়াটি বের হয়ে গেলো। তারপর আবার দরজাটি বন্ধ হয়ে গেলো।

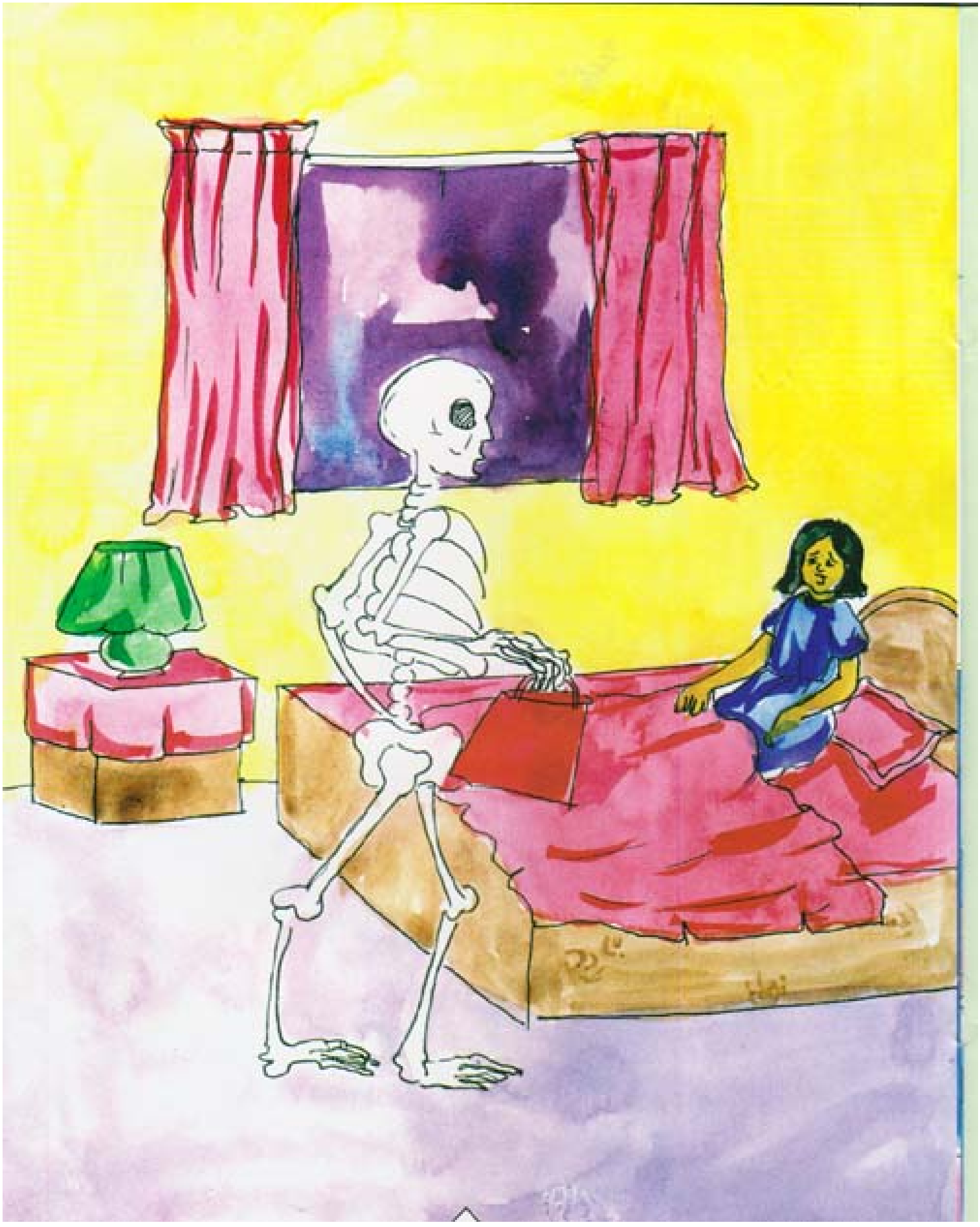

এ যে ভূতুড়ে কাণ্ড! এ কি ঈদের ভূত? আগে তো কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি। আসমা ভয়ে জড়িয়ে ধরলো মা বাবাকে। মা বাবাও যে ভয় পাননি, তা নয়। তারাও একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু ভয়ে কেউ টু শব্দটি করলেন না। বাইরেও গেলেন না। বিছানায় পড়ে রইলেন। এক সময় আসমা ঘুমিয়ে পড়লো। গভীর ঘুম। ঘুমের মাঝে আসমা স্বপ্ন দেখতে লাগলো-

একটি কঙ্কাল তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কঙ্কালটি আসমাকে বলছে,

আসমা, তোমার মতো আমারও একটি ফুটফুটে মেয়ে ছিল। বড় আদরের মেয়ে। গত ঈদে সে আমার কাছে একটি সুন্দর জামার বায়না ধরেছিল। কিন্তু জামা কেনার টাকা আমার ছিল না। তারপর একদিন আমি একটি জামার দোকানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার সময় দোকানে ঝুলানো একটি ফ্রক দেখে আমার খুবই ভালো লাগে, পছন্দ হয়। মনে হচ্ছিল আমার মেয়ে জামাটি পেলে খুবই খুশি হবে। কিন্তু কেনার সামর্থ ছিল না আমার। তারপরও ফ্রকটি আমি হাতে নিয়ে দেখছিলাম। আর ভাবছিলাম, যদি এটা কিনে আমার মেয়েকে দিতে পারতাম, কত্তো খুশি হতো সে! আমার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেতো। এমন সুখের ভাবনায় আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় শুনলাম চিৎকার। চোর! চোর! চোর! কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখলাম বহু লোক আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাকে মেরে রক্তাক্ত করে দিলো।

মাথায় আঘাত পেলাম। তখন পুলিশ এসে আমাকে জেরা করলো। নিয়ে গেলো হাসপাতালে। চোর হিসেবে দুদিন কাটালাম হাসপাতালে। মাথার আঘাতে মৃত্যু হলো আমার। আমি আমার সোনার মেয়ের মুখটাও দেখতে পেলাম না।

আমি এখন মৃত। তারপর থেকে আমি ওয়াদা করেছি, প্রতি ঈদে আমি ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াবো। যেখানেই আমার মেয়ের গায়ের মাপে ঈদের নতুন জামা পাবো, সেখান থেকেই তা নিয়ে আসবো।

এনে আমার মেয়ের মতো যারা ঈদের জামা পরতে পারে না তাদেরকে দিয়ে দেবো।

এখন তাই করছি আমি।

এরপরই আসমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চিৎকার করে মা'র গলা জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর উঠে বসে।

# আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক -এর উল্লেখযোগ্য কিছু বই

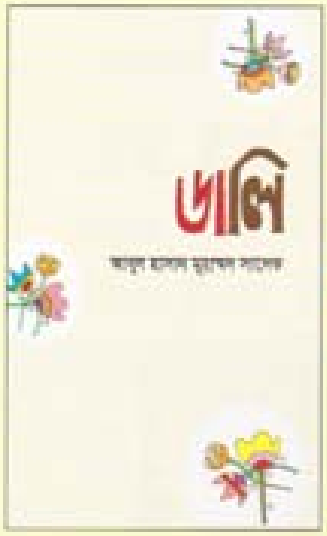

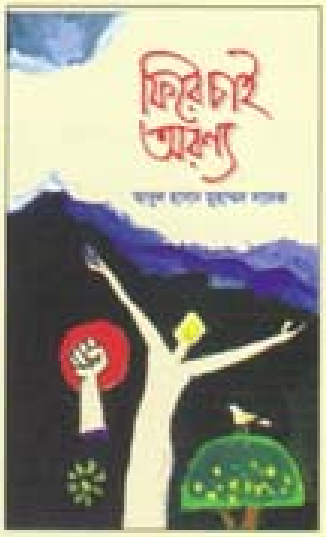


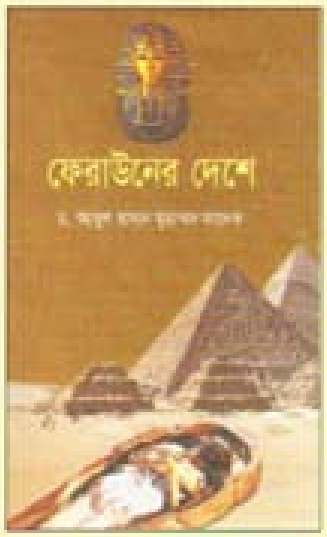

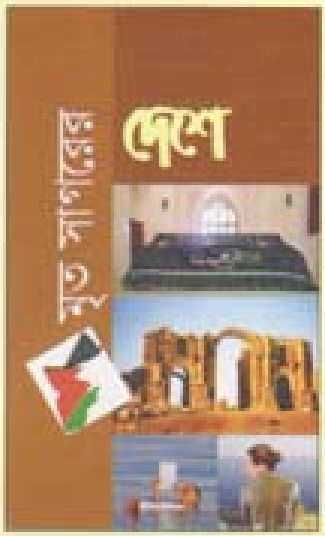


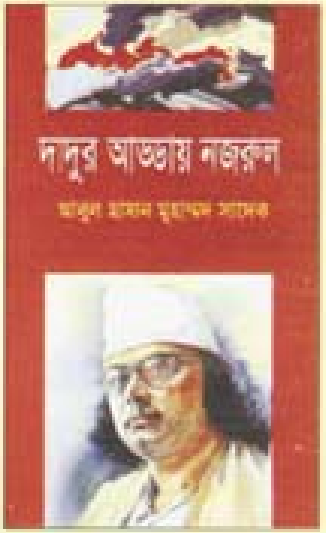

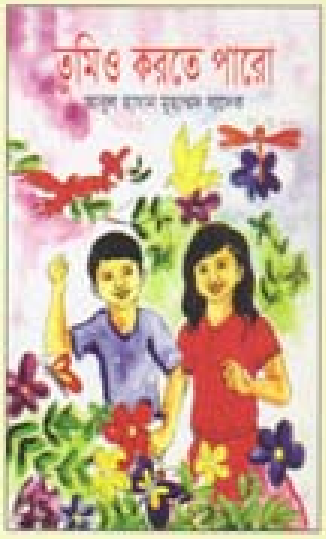

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক ১৯৫৩ সালের ১লা মে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার পীরপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আব্দুল খালেক বহুগ্রন্থ প্রণেতা ও মুক্তধারার চিন্তাবিদ ছিলেন এবং মাতা আয়েশা খাতুন প্রখ্যাত সমাজ সেবিকা ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা জীবন শুরু করে একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। অতঃপর মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ সময় কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন অধ্যাপক, ডীন ও সিনেট সদস্য হিসেবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননার মধ্যে রয়েছে-ইন্টারন্যাশনাল ম্যান অব দ্যা ইয়ার ইন এডুকেশন ২০০০-২০০১; জার্নালিস্ট সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ওয়েলফেয়ার ২০০৫; কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ শিক্ষা পুরস্কার ২০০৮; স্বাধীনতা সংসদ পদক (শিক্ষা) ২০০৯; মাদার তেরেসা স্বর্ণ পদক ২০০৯; ভিন্নমাত্রা এ্যাওয়ার্ড ২০১১; স্যার সুভাষ চন্দ্র বসু এ্যাওয়ার্ড ২০১১; এবং Life Time Achievement Award by Rotary International (D3281), 2016, and Royal Academy Award (Jordan), 2016. বাংলা একাডেমির জীবন সদস্য তিনি। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য।

তাঁর প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: ফেরাউনের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); মৃত সাগরের দেশে (ভ্রমণ কাহিনী); বাজু কুরুং (ছোটগল্প); ফিরে চাই অরণ্য (কাব্যগ্রন্থ); ক্লোনিং (কাব্যগ্রন্থ); ডালি (কাব্যগ্রন্থ); চেতনায় বায়ান্ন (সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ)। শিশুতোষ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হলো- দাদুর আওচায় নজরুল; এই আমার বাংলাদেশ; আমিও উড়তে চাই ; তুমিও করতে পারো ; জুঁই ও তোতা পাখি; আমি সভাপতি শিয়াল বলছি ; ছড়ার আসর; আমি যদি পাখি হতাম; দেশটাকে গড়বো ইত্যাদি।

বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিকে তাঁর অসংখ্য ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নিয়মিত।

দেশে ও বিদেশে তাঁর গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

## কবি আল মাহমুদের মন্তব্য

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক-এর রচিত 'আসমার ঈদের জামা' বইটি দেখলাম। যদিও আমি চোখে দেখতে পারি না তবু কবি সাইফ ইসলামের সাহায্য নিয়ে আমি বইটি পড়বার সুযোগ পেয়েছি।

লেখকের লেখার হাত বেশ পরিষ্কার। শিশুদের জন্য লেখক এই বইটি রচনা করেছেন। আমার কাছে পড়তে ভালো লাগলো, পাঠকদেরও ভালো লাগবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

আমি লেখকের শুভ কামনা করি।

**আল মাহমুদ**

কথামালা
বাড়ি নং ১৪, রোড নং ২৮,
সেক্টর নং ৭, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০।
ফোন-০১৬৭৮-৬৬৪৪০১
০১৭৯৯-১৮৫৫৪১
ISBN: 978-984-92518-9-7